বন্ধ শিল্প ও সেবা খাত সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন স্কিম · ২০,০০০ কোটি টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রি-ফাইন্যান্স স্কিম: আবেদন করবেন যেভাবে

যোগ্যতা, আবেদনপত্রের কাঠামো, ২০০ কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট (ডামি ডাটা) এবং প্রয়োজনীয় সংযুক্তি — ধাপে ধাপে

প্রস্তুতকারক: মো. কেরামত আলী এফসিএমএ

প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ও কোম্পানি সচিব, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড · ফেলো, আইসিএমএবি

ব্যবহারিক সহায়তার জন্য মোবাইল: ০১৭১৬১৫০১৮০

খসড়া · সেপ্টেম্বর ২০২৬

আলোচ্যসূচি

এই উপস্থাপনায় যা থাকছে

১. স্কিমের সারসংক্ষেপ

উদ্দেশ্য, তহবিল, মেয়াদ, ঋণসীমা, সুদহার, ব্যবহারের খাত ও তদারকি

২. যোগ্যতা ও আবেদন

কারা পাবেন, কারা পাবেন না; আবেদনের ধাপ, আবেদনপত্রের কাঠামো ও ব্যাংকারের টিপস

৩. ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট

২০০ কোটি টাকার ডামি কেস: অপারেটিং সাইকেল, এমপিবিএফ ও টার্নওভার পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে

৪. সংযুক্তি ও বোর্ড অনুমোদন

অ্যানেক্সার চেকলিস্ট, নমুনা ঘোষণাপত্র, বোর্ড মেমোর কাঠামো, সাধারণ ভুল ও সূত্র

নিয়ন্ত্রক কাঠামো

তিনটি নির্দেশনা মিলিয়েই স্কিমটি পড়তে হবে

তারিখ	নির্দেশনা	মূল বিষয়
০৪ জুন ২০২৬	বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩	মূল স্কিম: ২০,০০০ কোটি টাকার তহবিল, যোগ্যতা, ব্যবহারের খাত, সুদ, আদায় ও তদারকি
০৭ জুলাই ২০২৬	বিআরপিডি-৩ সার্কুলার লেটার নং-০১	আবেদন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তদারকির বিস্তারিত বিধান
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬	বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-৩২	‘বৃহৎ শিল্প’-এর স্থলে ‘শিল্প’; ৩ বছরের যেকোনো সময়ে আবেদন; গ্রাহকপর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭%; অন্য কোনো চার্জ নয়

আইনি ভিত্তি: ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ৪৫ ধারা। স্কিমটি সরকারের ৬০,০০০ কোটি টাকার ‘উৎপাদন ও কর্মসংস্থান পুনরুজ্জীবন’ প্রণোদনা প্যাকেজের অংশ।

সূত্র: যুগান্তর ০৫.০৬.২০২৬; দেশ রূপান্তর ০৮.০৭.২০২৬; বাংলা ট্রিবিউন ১৭.০৯.২০২৬; প্রিয়দেশ ১৭.০৯.২০২৬

স্কিম এক নজরে

মূল সংখ্যাগুলো

২০,০০০ কোটি

মোট প্রাক-অর্থায়ন তহবিল

৩ বছর

স্কিমের মেয়াদ; তহবিল থাকা সাপেক্ষে যেকোনো সময় আবেদন

২০০ কোটি

একক প্রতিষ্ঠান/গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণ (যেকোনো একটি সময়ে)

৭%

গ্রাহকপর্যায়ে সর্বোচ্চ সুদহার

৪%

বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যাংকের দেয় সুদ

৬ মাস

গ্রেস: বিতরণের ৬ মাস পর থেকে সুদ আদায়

১ বছর

প্রতিটি ঋণের মেয়াদ; সন্তোষজনক লেনদেনে নবায়নযোগ্য

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬; বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-৩২ (১৭.০৯.২০২৬); বাংলা ট্রিবিউন ও দৈনিক ইনকিলাব, ১৭.০৯.২০২৬

মূল উদ্দেশ্য

বন্ধ কারখানা চালু, রপ্তানি সচল ও কর্মসংস্থান

উৎপাদনে ফেরানো

সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে চলতি মূলধন দিয়ে আবার উৎপাদনে ফেরানো

রপ্তানি সচল করা

স্থবির রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়ন; রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার

কর্মসংস্থান রক্ষা

শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা নিয়মিত করা ও নতুন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ব্যাংকারের দৃষ্টিতে: এটি ‘রেসকিউ’ বা পুরোনো ঋণ সমন্বয়ের তহবিল নয়। যে প্রতিষ্ঠানের সমস্যা কেবল চলতি মূলধনের ঘাটতি, আবেদনে সেটিই প্রমাণ করতে হবে।

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

যোগ্যতা

কারা আবেদন করতে পারবেন

শ্রেণি	বর্ণনা	প্রমাণ হিসেবে যা লাগবে
সম্পূর্ণ বন্ধ	বন্ধ কিন্তু পুনরায় চালুর উপযোগী শিল্প/সেবা প্রতিষ্ঠান	বন্ধের কারণ, যন্ত্রপাতির অবস্থা, চালুর পরিকল্পনা
আংশিক বন্ধ	কিছু লাইন/ইউনিট বন্ধ	লাইনভিত্তিক সক্ষমতা ও প্রকৃত উৎপাদনের তথ্য
সচল, কিন্তু পূর্ণ সক্ষমতায় নয়	চলতি মূলধনের অভাবে স্থাপিত সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না	সক্ষমতা ব্যবহারের প্রবণতা, রপ্তানি হ্রাসের কারণ
অধিগ্রহণ/ভাড়া	নতুন উদ্যোক্তা বন্ধ প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ বা ভাড়া নিয়ে চালু করলে অগ্রাধিকার	অধিগ্রহণ/ভাড়া চুক্তি

১৭.০৯.২০২৬-এর সংশোধনে ‘বৃহৎ শিল্প’ শব্দদ্বয়ের স্থলে ‘শিল্প’ — তাই জাতীয় শিল্পনীতির আকারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস আর বাধা নয়। অগ্রাধিকার: রপ্তানিমুখী ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক।

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬; বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-৩২ (১৭.০৯.২০২৬); বাংলা ট্রিবিউন ও দৈনিক ইনকিলাব, ১৭.০৯.২০২৬

অযোগ্যতা

যাঁরা এই স্কিমের সুবিধা পাবেন না

খেলাপি গ্রাহক

সিআইবি প্রতিবেদনে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা/পরিচালক

অনিয়মে জড়িত

অর্থপাচার, জাল-জালিয়াতি, ঋণ তছরুপ, ফান্ড ডাইভার্শন বা ঋণের অর্থ অপব্যবহারে জড়িত

অন্য স্কিমের ঋণগ্রহীতা

ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়ন স্কিম থেকে ঋণ ভোগকারী

সতর্কতা: ব্যবস্থাপনা ব্যর্থতা, প্রযুক্তিগত অদক্ষতা বা বিপণন সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে শুধু চলতি মূলধন দিলে সমস্যা মিটবে না — ব্যাংক এ ক্ষেত্রে কারণ দূর হয়েছে কি না নিশ্চিত হবে।

ব্যতিক্রম: অবলোপনকৃত ঋণ থাকলেও নির্দিষ্ট শর্তে পুনঃতফসিল/নীতি সহায়তার আওতায় নতুন সুবিধা সম্ভব; হিসাব এসএমএ হিসেবে থাকবে।

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

কোথায় খরচ করা যাবে, কোথায় যাবে না

অনুমোদিত খাত

- শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা (সর্বোচ্চ ৪ মাসের সমপরিমাণ)
- বিদ্যুৎ, গ্যাস ও অন্যান্য ইউটিলিটি বিল
- উৎপাদনের কাঁচামাল সংগ্রহ
- রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়ন
- অন্যান্য উৎপাদন ব্যয়

নিষিদ্ধ / শর্ত

- বিদ্যমান কোনো ঋণ সমন্বয় বা পরিশোধ করা যাবে না
- বেতন নগদে নয় — ব্যাংক বা এমএফএস হিসাবে সরাসরি
- প্রত্যেক শ্রমিকের এনআইডি যাচাই বাধ্যতামূলক
- খাতভিত্তিক বরাদ্দ পরিবর্তনে ব্যাংকের পূর্বানুমতি
- অপব্যবহারে প্রদত্ত হার + ২% সুদসহ এককালীন কর্তন

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

টাকার প্রবাহ ও সুদের কাঠামো

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রাক-অর্থায়ন দেয়; ব্যাংক থেকে ৪% সুদ নেয়, প্রথম ৬ মাস সুদ নয়

→

অংশগ্রহণকারী ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর; ঋণঝুঁকি পুরোপুরি ব্যাংকের

→

গ্রাহক
সর্বোচ্চ ৭%; বিতরণের ৬ মাস পর থেকে প্রথম দুই ত্রৈমাসিকের বকেয়াসহ সুদ আদায়

- ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুদ দেবে; ব্যর্থ হলে চলতি হিসাব থেকে অতিরিক্ত ২% সুদসহ কর্তন
- গ্রাহক খেলাপি হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনার সাথে তা সম্পর্কিত নয় — ব্যাংক বিদ্যমান নীতিমালায় শ্রেণিকরণ ও প্রভিশন করবে
- শিডিউল অব চার্জেসে বর্ণিত চার্জ ছাড়া অন্য কোনো চার্জ প্রযোজ্য নয় (১৭.০৯.২০২৬-এর সংশোধন)

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬; বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-৩২ (১৭.০৯.২০২৬); বাংলা ট্রিবিউন ও দৈনিক ইনকিলাব, ১৭.০৯.২০২৬

অনুমোদনের পরে ব্যাংক যা নজরে রাখবে

নিয়ন্ত্রণ	কী করতে হবে	গ্রাহকের দায়
সাপ্তাহিক প্রতিবেদন	Sales/Revenue Report সংগ্রহ	প্রতি সপ্তাহে দাখিল
ত্রৈমাসিক পরিদর্শন	কারখানা পরিদর্শন ও প্রতিবেদন	পূর্ণ সহযোগিতা
বাংলাদেশ ব্যাংকের যাচাই	যেকোনো সময় সরেজমিন পরিদর্শন	লিখিত সম্মতি (পূর্বশর্ত)
এসক্রো/রেভিনিউ হিসাব	সব লেনদেন নির্দিষ্ট হিসাবের মাধ্যমে	হিসাব খোলা ও পরিচালনা
পর্ষদে প্রতিনিধি	প্রয়োজনে ব্যাংক প্রতিনিধি/বিশেষজ্ঞ নিয়োগ	লিখিত সম্মতি (পূর্বশর্ত)
জামানত ও ঋণসীমা	প্রয়োজনে জামানত; একক ঋণগ্রহীতা সীমা প্রযোজ্য	দলিলাদি সম্পাদন

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

০২

যোগ্যতা যাচাই ও আবেদন প্রক্রিয়া

আবেদনের আগে নিজে যাচাই, তারপর ধাপে ধাপে ব্যাংকে দাখিল — যাতে ব্যাংক একই কাগজ দিয়ে ক্রেডিট কমিটি ও বোর্ড মেমো তৈরি করতে পারে

আবেদনের ধাপ

আট ধাপে আবেদন থেকে বিতরণ

১

আত্ম-যাচাই

যোগ্যতা, সিআইবি, অন্য স্কিমের ঋণ

২

প্রত্যয়নপত্র

সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠনের সক্ষমতা প্রত্যয়ন

৩

ডাটা প্রস্তুতি

৩ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব, অর্ডার, পে-রেজিস্টার

৪

আবেদন দাখিল

বিদ্যমান ব্যাংকের শাখায়, সংযুক্তিসহ

৫

ব্যাংকের যাচাই

সিআইবি, নিড অ্যাসেসমেন্ট, সরেজমিন পরিদর্শন

৬

অনুমোদন

ক্রেডিট কমিটি / পরিচালনা পর্ষদ

৭

প্রাক-অর্থায়ন

ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করবে

৮

বিতরণ ও তদারকি

দলিল, এসক্রো হিসাব, সাপ্তাহিক রিপোর্ট

সাধারণত আবেদন করতে হয় সেই ব্যাংকে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ঋণ সুবিধা রয়েছে (মূল সার্কুলারের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ মিলিয়ে নিন)। ব্যাংক নিজের নীতিমালায় যাচাই শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাক-অর্থায়ন নেবে।

কভার লেটার থেকে অনুরোধ — এগারোটি অংশ

অংশ	বিষয়বস্তু	সার্কুলারের সংযোগ
বিষয় ও সূত্র	স্কিমের নাম, ঋণের পরিমাণ, তিনটি নির্দেশনার সূত্র	সার্কুলার ১৩, লেটার ০১ ও ৩২
১. পরিচিতি	নিবন্ধন, টিআইএন/বিআইএন/ইআরসি, জনবল, সক্ষমতা, রপ্তানি	যোগ্যতা যাচাই
১.১ ৫ বছরের প্রবণতা	লাইন, সক্ষমতা, উৎপাদন, ব্যবহার %, রপ্তানি	নিড অ্যাসেসমেন্ট
২. যোগ্যতা	কোন শ্রেণিতে পড়ে ও অগ্রাধিকার	৮(ক), ৮(গ)
৩. কারণ বিশ্লেষণ	পূর্ণ সক্ষমতায় না চলার কারণ ও দূরীকরণ	৮(ঘ), ৮(ঙ)
৪. ঋণসীমা ও ব্যবহার	খাতভিত্তিক বরাদ্দ ও চাহিদা নিরূপণ	৯(ক), ৯(খ)
৫–৭. পরিপালন	২০০ কোটি সীমা, মেয়াদ, সুদ, এসক্রো, প্রতিনিধি	১০, ১২, ৯(গ)–৯(চ)
৮. ঘোষণা	গ্রাহকপর্যায়ের শর্তের বিপরীতে অবস্থান	৮(চ)–৮(জ), ১৪, ১৬(চ)
৯–১১. পরিশোধ ও অনুরোধ	নগদ প্রবাহ, ব্যাংকের ঝুঁকি সুরক্ষা, অনুরোধ	পরিশোধ সক্ষমতা

সূত্র: প্রস্তুতকারকের অনুমিত কাঠামো। ঋণদাতা ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকলে সেটিই অনুসরণ করুন।

ব্যাংকারের টিপস

আবেদনপত্রে যা অবশ্যই রাখবেন

অনুচ্ছেদভিত্তিক উত্তর

সার্কুলারের প্রতিটি শর্তের পাশে নিজের অবস্থান — ক্রেডিট অফিসার সরাসরি মেমোতে তুলতে পারবেন

সংখ্যায় প্রমাণ

সক্ষমতা ব্যবহার ও রপ্তানি কমার প্রবণতা দেখিয়ে প্রমাণ করুন সমস্যা চলতি মূলধন

ধারাবাহিক ডাটা

কভার লেটার, অ্যানেক্সার ও হিসাবের প্রতিটি সংখ্যা এক হতে হবে

নিরীক্ষিত বনাম অনিরীক্ষিত

কোন বছরের তথ্য অনিরীক্ষিত, স্পষ্ট ফুটনোট দিন

পরিশোধের উৎস

রপ্তানি আয় → এসক্রো → ঋণ পরিশোধ; নগদ চক্রটি এক লাইনে দেখান

স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার

ঘোষণা ও সম্মতিপত্র আলাদা, তারিখসহ, এমডির স্বাক্ষরে

কারণ বিশ্লেষণ

পূর্ণ সক্ষমতায় না চলার কারণ — ব্যাংক কী প্রমাণ চাইবে

সম্ভাব্য কারণ	ব্যাংকের প্রশ্ন	গ্রাহকের প্রমাণ
ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতা	ব্যবস্থাপনা কাঠামো কি কার্যকর?	সাংগঠনিক কাঠামো, ধারাবাহিক উৎপাদন রেকর্ড
বিপণনের ব্যর্থতা	ক্রেতা কি সক্রিয়?	হাতে থাকা অর্ডার/এলসি, ক্রেতার চিঠি
অপর্যাপ্ত ইউটিলিটি	গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যা কি মিটেছে?	জেনারেটর/বিকল্প ব্যবস্থার প্রমাণ, ইউটিলিটি বিল
পুরোনো প্রযুক্তি	যন্ত্রপাতি কি সচল?	রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড, সক্ষমতা প্রত্যয়ন
চলতি মূলধনের ঘাটতি	ঘাটতির পরিমাণ কত ও কেন?	নগদ প্রবাহ, এলসি বিলম্ব, হাতছাড়া অর্ডারের তথ্য

সার্কুলার অনুযায়ী ব্যাংককে কারণ বিশ্লেষণ, সক্ষমতা ও চলতি মূলধনের নিড অ্যাসেসমেন্ট করে কারণগুলো দূর হয়েছে কি না নিশ্চিত হতে হবে। শুধু শেষ সারিটি ‘প্রযোজ্য’ হলে আবেদন সবচেয়ে শক্তিশালী।

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

০৩

ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট: ২০০ কোটি টাকার ডামি কেস

একটি কাল্পনিক শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার তথ্য দিয়ে ধাপে ধাপে চাহিদা নিরূপণ — সব সংখ্যা কোটি টাকায়, উদাহরণমাত্র

পদ্ধতি নির্বাচন

তিন পদ্ধতিতে হিসাব, সর্বনিম্নটি চূড়ান্ত

অপারেটিং সাইকেল পদ্ধতি

মজুদ, চলমান উৎপাদন, সমাপ্ত পণ্য ও প্রাপ্যের ধারণকাল থেকে চলতি সম্পদের চাহিদা; তা থেকে ব্যাংক-বহির্ভূত চলতি দায় বাদ দিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল গ্যাপ

এমপিবিএফ (ট্যান্ডন) পদ্ধতি

Maximum Permissible Bank Finance — পদ্ধতি-১: গ্যাপের ৭৫%; পদ্ধতি-২: চলতি সম্পদের ২৫% উদ্যোক্তার মার্জিন

টার্নওভার (নায়েক) পদ্ধতি

প্রক্ষেপিত বার্ষিক টার্নওভারের ২৫% চলতি মূলধন চাহিদা; এর ২০% ব্যাংক, ৫% উদ্যোক্তা — ক্রস-চেক হিসেবে

চূড়ান্ত ঋণ = সর্বনিম্ন { অ্যাসেসড চাহিদা − বিদ্যমান চলতি মূলধন সীমা, স্কিমের সীমা ২০০ কোটি, ব্যাংকের একক ঋণগ্রহীতা সীমা }।

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, Guidelines on CRM for Banks (বিআরপিডি সার্কুলার ০৪, ০৮.০৩.২০১৬); আরবিআই ট্যান্ডন কমিটি (১৯৭৪) ও নায়েক কমিটি — প্রচলিত ব্যাংকিং চর্চা

এবিসি নিটওয়্যার লিমিটেড (কাল্পনিক) — মূল অনুমান

বিবরণ	অনুমান	ভিত্তি
প্রকৃতি	শতভাগ রপ্তানিমুখী নিট পোশাক; আংশিক বন্ধ	ডামি
বর্তমান সক্ষমতা ব্যবহার	৫০%	উৎপাদন রেকর্ড (ডামি)
অর্থায়ন-পরবর্তী লক্ষ্যমাত্রা	৮০% সক্ষমতা ব্যবহার	ব্যবস্থাপনার প্রক্ষেপণ
লক্ষ্যমাত্রায় রপ্তানি	৯৮.৩৬ মিলিয়ন ডলার	অর্ডার বুক ও সক্ষমতা
বিনিময় হার	১২২.০০ টাকা/ডলার	প্রক্ষেপণের অনুমান
লক্ষ্যমাত্রায় বার্ষিক টার্নওভার	১,২০০.০০ কোটি টাকা	৯৮.৩৬ × ১২২ ÷ ১০
বর্তমান জনবল / মাসিক বেতন	১০,০০০ জন / ১৫.০০ কোটি টাকা	পে-রেজিস্টার (ডামি)
বিদ্যমান ফান্ডেড চলতি মূলধন সীমা	১৫.০০ কোটি টাকা (ইসিসি)	মঞ্জুরিপত্র (ডামি)
বিদ্যমান ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সীমা	২২০.০০ কোটি টাকা	মঞ্জুরিপত্র (ডামি)

সূত্র: ডামি ডাটা — প্রস্তুতকারকের অনুমিত। ঋণদাতা ব্যাংকের নির্দিষ্ট অ্যাসেসমেন্ট ফরম্যাট থাকলে সেটিই অনুসরণ করুন।

ধাপ ১ · পরিচালন ব্যয় কাঠামো · ডামি ডাটা

লক্ষ্যমাত্রায় বার্ষিক ও মাসিক নগদ ব্যয়

ব্যয়ের খাত	টার্নওভারের %	বার্ষিক	মাসিক
আমদানিকৃত কাঁচামাল (ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি)	৫৮%	৬৯৬.০০	৫৮.০০
স্থানীয় কাঁচামাল ও অ্যাকসেসরিজ	১০%	১২০.০০	১০.০০
বেতন-ভাতা	১৫%	১৮০.০০	১৫.০০
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ইউটিলিটি	৩%	৩৬.০০	৩.০০
কারখানা ওভারহেড	২%	২৪.০০	২.০০
প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিবিধ	৩%	৩৬.০০	৩.০০
মোট নগদ পরিচালন ব্যয়	৯১%	১,০৯২.০০	৯১.০০
EBITDA (টার্নওভার − নগদ ব্যয়)	৯%	১০৮.০০	৯.০০

উপ-মোট: কাঁচামাল ব্যবহার ৮১৬.০০ · উৎপাদন ব্যয় (কাঁচামাল+বেতন+ইউটিলিটি+ওভারহেড) ১,০৫৬.০০ · বিক্রীত পণ্যের নগদ ব্যয় ১,০৯২.০০

ধারণকাল (হোল্ডিং পিরিয়ড) থেকে চলতি সম্পদ

উপাদান	ধারণকাল	হিসাবের ভিত্তি (বার্ষিক)	পরিমাণ
কাঁচামাল মজুদ	৭৫ দিন	কাঁচামাল ব্যবহার ৮১৬.০০ × ৭৫ ÷ ৩৬৫	১৬৭.৬৭
চলমান উৎপাদন (WIP)	২০ দিন	উৎপাদন ব্যয় ১,০৫৬.০০ × ২০ ÷ ৩৬৫	৫৭.৮৬
সমাপ্ত পণ্য ও শিপমেন্ট	২০ দিন	উৎপাদন ব্যয় ১,০৫৬.০০ × ২০ ÷ ৩৬৫	৫৭.৮৬
রপ্তানি প্রাপ্য	৭৫ দিন	বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ১,০৯২.০০ × ৭৫ ÷ ৩৬৫	২২৪.৩৮
ন্যূনতম পরিচালন নগদ	৩০ দিন	কাঁচামাল-বহির্ভূত ব্যয় ২৭৬.০০ × ৩০ ÷ ৩৬৫	২২.৬৮
মোট চলতি সম্পদের চাহিদা (CA)	১৯০ দিন*		৫৩০.৪৫

* পরিচালন চক্র = ৭৫ + ২০ + ২০ + ৭৫ = ১৯০ দিন। প্রাপ্য বিক্রয়মূল্যে নয়, নগদ ব্যয়ে ধরা হয়েছে — রক্ষণশীল অনুমান, কারণ মুনাফার অংশে ব্যাংক অর্থায়ন করে না।

ব্যাংক-বহির্ভূত চলতি দায় বাদ দিয়ে প্রকৃত ঘাটতি

বিবরণ	ধারণকাল	হিসাবের ভিত্তি	পরিমাণ
মোট চলতি সম্পদের চাহিদা (ধাপ ২)			৫৩০.৪৫
বাদ: ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি দায়	১০৫ দিন	আমদানি ৬৯৬.০০ × ১০৫ ÷ ৩৬৫	২০০.২২
বাদ: স্থানীয় সরবরাহকারীর বাকি	৪৫ দিন	স্থানীয় কাঁচামাল ১২০.০০ × ৪৫ ÷ ৩৬৫	১৪.৭৯
বাদ: বকেয়া বেতন ও ইউটিলিটি	১৫ দিন	২১৬.০০ × ১৫ ÷ ৩৬৫	৮.৮৮
মোট ব্যাংক-বহির্ভূত চলতি দায় (CL)			২২৩.৮৯
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল গ্যাপ (WCG = CA − CL)			৩০৬.৫৬

ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি আমদানিকৃত কাঁচামালের অর্থায়ন করে বলে তা চলতি দায় হিসেবে বাদ যায় — এতে দ্বৈত অর্থায়ন (ডাবল ফাইন্যান্সিং) এড়ানো হয়। এই স্কিমের টাকা স্থানীয় ব্যয়ের জন্য।

তিন পদ্ধতিতে ব্যাংকের সর্বোচ্চ অর্থায়ন

পদ্ধতি	হিসাব	উদ্যোক্তার মার্জিন	ব্যাংক অর্থায়ন
এমপিবিএফ পদ্ধতি-১	WCG ৩০৬.৫৬ × ৭৫%	৭৬.৬৪ (গ্যাপের ২৫%)	২২৯.৯২
এমপিবিএফ পদ্ধতি-২	CA ৫৩০.৪৫ − ১৩২.৬১ − CL ২২৩.৮৯	১৩২.৬১ (CA-র ২৫%)	১৭৩.৯৫
টার্নওভার পদ্ধতি	টার্নওভার ১,২০০ × ২০%	৬০.০০ (টার্নওভারের ৫%)	২৪০.০০

কোন পদ্ধতি কেন

বন্ধ/আংশিক বন্ধ প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তার নিজস্ব তারল্য দুর্বল থাকে; তাই সাধারণত পদ্ধতি-১ যুক্তিসংগত। পদ্ধতি-২ রক্ষণশীল সংবেদনশীলতা হিসেবে দেখানো ভালো।

উদ্যোক্তার মার্জিন কোথা থেকে

বিক্রয়ে মুনাফা, স্পন্সরের নতুন ইক্যুইটি/ঋণ, অব্যবহৃত সম্পদ বিক্রয় — উৎস স্পষ্টভাবে লিখুন

ধাপ ৫ · চূড়ান্ত ঋণসীমা নির্ধারণ · ডামি ডাটা

সর্বনিম্ন নিয়মে প্রস্তাবিত ঋণ: ২০০.০০ কোটি টাকা

বিবেচ্য সীমা	হিসাব	পরিমাণ
এমপিবিএফ পদ্ধতি-১ – বিদ্যমান ফান্ডেড সীমা	২২৯.৯২ – ১৫.০০	২১৪.৯২
টার্নওভার পদ্ধতি – বিদ্যমান ফান্ডেড সীমা	২৪০.০০ – ১৫.০০	২২৫.০০
স্কিমের সর্বোচ্চ সীমা (একক প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ)	সার্কুলার ১৩, অনুচ্ছেদ ১০(খ)	২০০.০০
ব্যাংকের একক ঋণগ্রহীতা সীমায় অবশিষ্ট সুযোগ	ব্যাংক নির্ধারণ করবে	[__]
প্রস্তাবিত ঋণ = সর্বনিম্ন		২০০.০০

চাহিদা পূরণের হার

২০০.০০ ÷ গ্যাপ ৩০৬.৫৬ = ৬৫.২৪%; বাকি ১০৬.৫৬ উদ্যোক্তার মার্জিন ও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে

সংবেদনশীলতা

ব্যাংক পদ্ধতি-২ প্রয়োগ করলে যোগ্য অঙ্ক ১৭৩.৯৫ – ১৫.০০ = ১৫৮.৯৫ — আবেদনে এই পরিস্থিতিও আলোচনা করুন

২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ ও বেতনসীমা যাচাই

ক্রম	ব্যবহারের খাত	বরাদ্দ	কোটি টাকা
১	বেতন-ভাতা ও বকেয়া মজুরি	৩০%	৬০.০০
২	স্থানীয় কাঁচামাল ও অ্যাকসেসরিজ	৩৫%	৭০.০০
৩	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ইউটিলিটি বিল	১০%	২০.০০
৪	কারখানা ওভারহেড, রক্ষণাবেক্ষণ, স্টোর ও স্পেয়ার্স	১০%	২০.০০
৫	রপ্তানি আদেশ বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যয়	১৫%	৩০.০০
	মোট	১০০%	২০০.০০

বেতনসীমা যাচাই: মাসিক বেতন ১৫.০০ × সর্বোচ্চ ৪ মাস = ৬০.০০ কোটি টাকা — বরাদ্দ ঠিক সীমার মধ্যে। বেতন সরাসরি শ্রমিকের ব্যাংক/এমএফএস হিসাবে যাবে; আমদানি ব্যয় ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিতে আলাদাভাবে অর্থায়িত।

ধাপ ৭ · পরিশোধ সক্ষমতা · ডামি ডাটা

সুদ পরিশোধ মুনাফা থেকে, আসল চলতি সম্পদের তরলীকরণে

বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা (৮০%)	প্রথম বছর (৬৫%)
বার্ষিক টার্নওভার	১,২০০.০০	৯৭৫.০০
EBITDA (৯% / রক্ষণশীল ৭%)	১০৮.০০	৬৮.২৫
বাদ: উৎসে কর (রপ্তানির ১%, অনুমান)	১২.০০	৯.৭৫
উৎসে কর-পরবর্তী নগদ প্রবাহ	৯৬.০০	৫৮.৫০
প্রস্তাবিত ঋণের বার্ষিক সুদ (২০০ × ৭%)	১৪.০০	১৪.০০
সুদভিত্তিক নগদ কভারেজ	৬.৮৬ গুণ	৪.১৮ গুণ

সুদের সময়সূচি

প্রথম ৬ মাসের সুদ ৭.০০ কোটি গ্রেস শেষে আদায়; এরপর প্রতি ত্রৈমাসিকে ৩.৫০ কোটি

আসল পরিশোধের যুক্তি

চলতি মূলধন ঋণ স্ব-তরলীকরণশীল: কাঁচামাল → পণ্য → রপ্তানি → প্রত্যাবাসিত আয় এসক্রো হিসাবে → ঋণ সমন্বয়

আমদানি ব্যয় কি বিদ্যমান সীমায় সংকুলান হবে?

বিবরণ	হিসাব	পরিমাণ
লক্ষ্যমাত্রায় বার্ষিক আমদানিকৃত কাঁচামাল	টার্নওভার ১,২০০ × ৫৮%	৬৯৬.০০
গড় ইউজান্স	এলসি খোলা থেকে পরিশোধ	১০৫ দিন
প্রয়োজনীয় ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সীমা	৬৯৬.০০ × ১০৫ ÷ ৩৬৫	২০০.২২
বিদ্যমান সীমা	মঞ্জুরিপত্র (ডামি)	২২০.০০
উদ্বৃত্ত / (ঘাটতি)	২২০.০০ − ২০০.২২	১৯.৭৮

সীমা পর্যাপ্ত হলে আবেদনে লিখুন ‘অনাবৃত আমদানি দায় শূন্য’। ঘাটতি থাকলে তা এই স্কিম থেকে নয়, আলাদা ব্যাক-টু-ব্যাক/ইডিএফ সীমা বাড়িয়ে মেটাতে হবে — না হলে চলতি মূলধনের টাকা আমদানিতে চলে গিয়ে বেতন-ইউটিলিটি অর্থায়নহীন থাকবে।

০৪

সংযুক্তি, বোর্ড অনুমোদন ও সতর্কতা

কোন কোন অ্যানেক্সার লাগবে, নমুনা ঘোষণাপত্র, এবং ব্যাংকের বোর্ড মেমোতে প্রস্তাবটি কীভাবে সাজানো হয়

সংযুক্তি চেকলিস্ট

আবেদনের সাথে যে আটটি অ্যানেক্সার দেবেন

সংযুক্তি	বিষয়	সার্কুলারের সংযোগ*
১	২০০ কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ হয়নি মর্মে ঘোষণাপত্র	১০(খ), ১৩(খ)(৫)
২	অর্থপাচার, জালিয়াতি, ফান্ড ডাইভার্শন ও খেলাপি না হওয়ার ঘোষণা	৮(চ), ৮(ছ), ৮(জ)
৩	পর্ষদে ব্যাংক প্রতিনিধি/বিশেষজ্ঞ নিয়োগে লিখিত সম্মতি	৯(চ)
৪	বাংলাদেশ ব্যাংকের সরেজমিন পরিদর্শনে সম্মতি	১৪(জ)
৫	অর্থের যথাযথ ব্যবহার, বেতন পরিশোধ ও প্রতিবেদনের অঙ্গীকার	৯(ক), ৯(গ), ৯(ঙ), ১৪(ছ), ১৪(ঝ)
৬(ক)	চলতি মূলধন চাহিদা নিরূপণ (বিস্তারিত হিসাব)	৮(ঘ)
৬(খ)	নিড অ্যাসেসমেন্ট সহায়ক তথ্যছক	৮(ঘ)
৭	হাতে থাকা ও প্রত্যাশিত রপ্তানি আদেশ এবং জাহাজীকরণ পরিকল্পনা	অগ্রাধিকার ও পরিশোধ
৮	বাণিজ্য সংগঠনের সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র (সভাপতি ও সেক্রেটারি স্বাক্ষরিত)	৮(ঙ)

সূত্র: প্রস্তুতকারকের অনুমিত তালিকা (* অনুচ্ছেদ নম্বর মূল সার্কুলারে মিলিয়ে নিন)। ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকলে সেটি অনুসরণ করুন।

সহায়ক দলিলাদি

ব্যাংক সাধারণত যে কাগজগুলোও চাইবে

কর্পোরেট

মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন/বিআইএন/ইআরসি/আইআরসি, ঋণ গ্রহণে পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত

আর্থিক

বিগত ৩ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (ডিভিএস যাচাইকৃত), চলতি বছরের অনিরীক্ষিত হিসাব, ৩ বছরের প্রক্ষেপিত আর্থিক বিবরণী ও নগদ প্রবাহ

পরিচালন

উৎপাদন ও রপ্তানি রেকর্ড, রপ্তানি এলসি/চুক্তি, পে-রেজিস্টার ও শ্রমিকের এনআইডি-হিসাব নম্বর, ইউটিলিটি বিল, বন্ড লাইসেন্স ও ইউডি

ঋণ তথ্য

সব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়ের বিবরণী, মঞ্জুরিপত্র, হালনাগাদ সিআইবি সংগ্রহে সম্মতি

জামানত (প্রযোজ্য হলে)

ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাইপোথিকেশন, ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও অন্যান্য দলিল

সূত্র: প্রচলিত ব্যাংকিং চর্চা; বিআরপিডি-৩ সার্কুলার লেটার নং-০১ (০৭.০৭.২০২৬) মিলিয়ে নিন

ঘোষণাপত্র — ঋণসীমা [অনুচ্ছেদ ১০(খ)]

ঘোষণাপত্র

তারিখ: [__] · আমি, [নাম], ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবিসি নিটওয়্যার লিমিটেড, কোম্পানির পক্ষে ঘোষণা করছি যে—

১। বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬)-এর স্কিমের আওতায় কোম্পানি বা এর গ্রুপভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান ইতঃপূর্বে ঋণ গ্রহণ করেনি / [বা: গৃহীত ঋণের স্থিতি __ কোটি টাকা];

২। যাচিত ২০০.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হলেও কোনো নির্দিষ্ট সময়ে স্কিমের আওতায় মোট স্থিতি ২০০ কোটি টাকা অতিক্রম করবে না;

৩। গ্রুপ নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রযোজ্য সংজ্ঞা অনুসরণ করা হবে;

৪। উপরোক্ত তথ্য সত্য; অসত্য প্রমাণিত হলে আইনানুগ যেকোনো ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

স্বাক্ষর ও সিল: ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্মতিপত্র ও অঙ্গীকারনামার মূল ধারা

সংযুক্তি-৩ ও ৪: সম্মতিপত্র

ব্যাংক প্রয়োজনে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে একজন প্রতিনিধি বা মনোনীত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে পারবে — কোম্পানির কোনো আপত্তি নেই।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঋণদাতা ব্যাংক যেকোনো সময় কারখানা, গুদাম, হিসাব ও রেকর্ড সরেজমিনে যাচাই করতে পারবে।

সংযুক্তি-৫: অঙ্গীকারনামা

অর্থ কেবল অনুমোদিত খাতে; বেতন সর্বোচ্চ ৪ মাসের, ব্যাংক/এমএফএস হিসাবে, নগদে নয়।

বিদ্যমান ঋণ সমন্বয়ে ব্যবহার নয়; সব লেনদেন এসক্রো/রেভিনিউ হিসাবে; সাপ্তাহিক বিক্রয় প্রতিবেদন।

অপব্যবহারে প্রদত্ত হার + ২% কর্তনে সম্মত; রপ্তানি আয় থেকে পরিশোধে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

নমুনা সংযুক্তি-৮ · ডামি নমুনা

বাণিজ্য সংগঠনের সক্ষমতা প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়নপত্র (সংগঠনের প্যাডে)

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এবিসি নিটওয়্যার লিমিটেড (সদস্য নং [__]) এই সংগঠনের একটি নিয়মিত সদস্য প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানটির কারখানা [ঠিকানা]-এ অবস্থিত; স্থাপিত বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা [__] পিস/জোড়া, উৎপাদন লাইন [__]টি, বর্তমান সক্ষমতা ব্যবহার প্রায় [__]%।

প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপাতি সচল এবং চলতি মূলধন সহায়তা পেলে পূর্ণ মাত্রায় উৎপাদন ও রপ্তানিতে ফিরে যাওয়ার সক্ষমতা রয়েছে বলে আমাদের বিবেচনায় প্রতীয়মান।

সভাপতি (স্বাক্ষর ও সিল) সেক্রেটারি (স্বাক্ষর ও সিল)

প্রযোজ্য সংগঠন: এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ বা খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠন (যেমন চামড়া-পাদুকায় এলএফএমইএবি)। প্রয়োজনে ব্যাংক নিজস্ব তদন্তের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সূত্র: বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩ (০৪.০৬.২০২৬); দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬

ব্যাংকারের দৃষ্টিতে

বোর্ড মেমোতে প্রস্তাবটি যেভাবে সাজানো হয়

অংশ	যা থাকে	গ্রাহকের কোন তথ্য থেকে
সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ	সীমা, মেয়াদ, সুদ, জামানত, শর্ত	কভার লেটার
গ্রাহক ও গ্রুপ পরিচিতি	মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, গ্রুপ দায়	অংশ ১, সহায়ক দলিল
সিআইবি ও দায়ের অবস্থা	হালনাগাদ সিআইবি, সব ব্যাংকের দায়	সংযুক্তি-২, ঋণ তথ্য
স্কিম পরিপালন ম্যাট্রিক্স	প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিপরীতে অবস্থান	অংশ ২, ৫–৮
নিড অ্যাসেসমেন্ট	অপারেটিং সাইকেল, এমপিবিএফ, টার্নওভার	সংযুক্তি-৬(ক), ৬(খ)
ঝুঁকি মূল্যায়ন ও রেটিং	অভ্যন্তরীণ ক্রেডিট রিস্ক রেটিং, শিল্প ঝুঁকি	আর্থিক বিবরণী
পরিশোধ সক্ষমতা	নগদ প্রবাহ, কভারেজ, এসক্রো	অংশ ৯, সংযুক্তি-৭
ব্যাংকের স্বার্থ	বিদ্যমান ঋণের মান রক্ষা	অংশ ১০

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, Guidelines on CRM for Banks (২০১৬); প্রচলিত ব্যাংকিং চর্চা

সতর্কতা

যে ভুলে আবেদন আটকে যায়

সংখ্যার অমিল

কভার লেটার, অ্যানেক্সার ও আর্থিক বিবরণীতে টার্নওভার বা জনবলের ভিন্ন সংখ্যা

দ্বৈত অর্থায়ন

আমদানি ব্যয়কেও চাহিদায় ধরা, অথচ তা ব্যাক-টু-ব্যাক এলসিতে অর্থায়িত

বেতনসীমা লঙ্ঘন

৪ মাসের বেশি বেতন বরাদ্দ বা নগদে বেতন পরিশোধের পরিকল্পনা

কারণ অস্পষ্ট

কেন সক্ষমতা কমেছে তার প্রমাণ নেই; ব্যবস্থাপনা/বিপণন সমস্যা অমীমাংসিত

পুরোনো ঋণ সমন্বয়

স্কিমের টাকা দিয়ে বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের ইঙ্গিত — সরাসরি অযোগ্য

অনুপস্থিত সম্মতি

পর্ষদে প্রতিনিধি ও সরেজমিন যাচাইয়ের সম্মতি ছাড়া ঋণ গ্রহণ সম্ভব নয়

সূত্রসমূহ

তথ্যের উৎস ও যাচাইয়ের নির্দেশনা

- বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৩, ০৪.০৬.২০২৬ — দৈনিক যুগান্তর, ০৫.০৬.২০২৬ (jugantor.com/economics/1109680)
- বিআরপিডি-৩ সার্কুলার লেটার নং-০১, ০৭.০৭.২০২৬ — bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd-3/jul072026brpd-3l01.pdf; দেশ রূপান্তর, ০৮.০৭.২০২৬
- বিআরপিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-৩২, ১৭.০৯.২০২৬ — বাংলা ট্রিবিউন, দৈনিক ইনকিলাব, প্রিয়দেশ ও দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৭.০৯.২০২৬
- বাংলাদেশ ব্যাংক, Guidelines on Credit Risk Management for Banks, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৪, ০৮.০৩.২০১৬ (bb.org.bd)
- রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া: ট্যান্ডন কমিটি (১৯৭৪) — এমপিবিএফ পদ্ধতি; নায়েক কমিটি — টার্নওভার পদ্ধতি (দক্ষিণ এশীয় ব্যাংকিংয়ে প্রচলিত চর্চা)
- আবেদনপত্রের কাঠামো, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট ও নমুনা সংযুক্তি: প্রস্তুতকারকের অনুমিত/ডামি উপস্থাপন

কিছু শর্ত সংবাদ প্রতিবেদন থেকে নেওয়া এবং অনুচ্ছেদ নম্বরগুলো নির্দেশক। চূড়ান্ত আবেদনের আগে bb.org.bd থেকে মূল সার্কুলার তিনটি পড়ে মিলিয়ে নিন; ডামি কেসের সব সংখ্যা কাল্পনিক।

ব্যবহারিক সহায়তা

সঠিক কাগজ, সঠিক হিসাব — দ্রুত অনুমোদন

আবেদন প্রস্তুত, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট বা সংযুক্তি তৈরিতে ব্যবহারিক সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন

মো. কেরামত আলী এফসিএমএ

প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ও কোম্পানি সচিব, ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড

মোবাইল: ০১৭১৬১৫০১৮০

দাবিত্যাগ (ডিসক্লেইমার)

এটি একটি নমুনা মাত্র

১। এই উপস্থাপনা শিক্ষণীয় ও নির্দেশনামূলক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত একটি নমুনা মাত্র; এটি কোনো আইনগত, আর্থিক বা ব্যাংকিং পরামর্শ নয়।

২। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাসেসমেন্ট, আবেদনপত্রের কাঠামো ও নমুনা সংযুক্তিতে ব্যবহৃত সব প্রতিষ্ঠানের নাম ও সংখ্যা কাল্পনিক (ডামি) এবং প্রস্তুতকারকের অনুমাননির্ভর।

৩। বাস্তব আবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ধরন ও প্রকৃত চাহিদা, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ নীতি-নির্দেশনা এবং যে ব্যাংকে আবেদন করা হবে সেই ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা ও ফরম্যাট অনুযায়ী আবেদন সাজাতে হবে।

৪। উল্লিখিত অনুচ্ছেদ নম্বর ও শর্তাবলি ব্যবহারের আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল সার্কুলার (bb.org.bd) থেকে যাচাই করে নিন। নীতি-নির্দেশনা পরিবর্তিত হতে পারে।